# তৃতীয় মাত্রা

**পর্ব-৬২৮৫**

**উপস্থাপনা**: জিল্লুর রাহমান

**আলোচক**: আহমদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কলিম উদ্দিন আহমেদ, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, এবং সাবেক সংসদ সদস্য

**তারিখ:** ১৭.১০.২০২০

**জিল্লুর রাহমানঃ** বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রায়।

একদিকে করোনা ভাইরাস, তার স্বাস্থ্য ঝুঁকি মৃত্যু ঝুঁকি, তার অর্থনীতি, দুশ্চিন্তা সেই সঙ্গে আরও নানাবিধ টানা পোড়ানোর মধ্যে গত বেশ কিছুদিন ধরে সবচেয়ে বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে ধর্ষণ। বাংলাদেশে জন্মের পর থেকে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে দুর্নীতি। এই মহামারির মধ্যেও যারা দুর্নীতিগ্রস্থ তাদের নিগৃহীত করতে পারেনি। রাজনীতিও খানিকটা ইস্তিহিত। উপনির্বাচন হলেও রাজনীতিতে যে ভারসাম্যহীনতা সেই ভারসাম্যহীনতার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটছে না। এই সকল বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, আহমদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং কলিম উদ্দিন আহমেদ, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাবেক সংসদ সদস্য।

মহামারির মত দুর্যোগকালেও দুর্নীতি, ধর্ষণ, প্রতিদিনই টেলিভিশনের শিরোনাম অথবা পত্রপত্রিকার খবর। এর দায় যারা রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যুক্ত তারা কতটুক নিবেন?

আহমদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগঃ রাষ্ট্রের দায়িত্ব যারা ক্রাইম করবে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে যাওয়া। শুধু ধর্ষক কেন সেটা খুনি হতে পারে, মাদক সেবী হতে পারে, যেকোনো অপরাধই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আইন-আনুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। সেই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দেয়া সরকারের প্রধান দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে সরকার গতকাল ক্যাবিনেটে ধর্ষকদের প্রধান শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং আজকে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার আইনটি পাশ হয়েছেএবং রাষ্ট্র এতে সই করেছে। সরকার ধর্ষকদের বিষয়ে নমনীয় নয়। এর আগে এসিড নিক্ষেপ আইন করে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আজ মাননীয়ও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা আইন করেছি এতে করে ধর্ষকদের বিচার হবেই। উল্লেখ্য, এবারে নিয়ম করে দেয়া হয়েছে ৬ মাসের মধ্যে বিচার কাজটি শেষ করতে হবে। নারী-শিশু ট্রাইব্যুনাল কাজটি করবে। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন। পুরো জাতি এতে এক মত হয়েছে। প্রেসক্লাবের বিএনপির ঘরনার একজন বুদ্ধিজীবী ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছে, ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় বরং শাস্তি দিতে হবে। তাহলে তারা কী মনে করছেন মৃত্যুদণ্ডের আইনটি সঠিক নয়। আমরা জনগণের সাথে একমত হচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রী ধর্ষণ হয়েছে তার বিষয়ে তো কেউ মুখ খুলছেন না। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি আর তার সহযোগী যদি ধর্ষণ করে তবে সেটা জাস্টিফাইড । অন্য কেউ ধর্ষণ করলো সেটা আইনসঙ্গত হবে না এমন বিষয় যদি বিএনপি বা অন্য ধর্মের মানুষের মানসিকতায় থাকে তবে সেটি আসলে দুঃখজনক। আমরা আশা

করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে ফাতেমা ধর্ষণ হয়েছে তার ব্যাপারেও তারা কথা বলবেন। একটা বক্তব্য সার্বজনীন হওয়া উচিত ধর্ষক যেই হোক সকলের জন্য আমরা এক কথা বলব। কিন্তু আজকে প্রেসক্লাবের সামনে যে বক্তব্য দিলেন জাফরুল্লাহ সাহেব, সেটি খুবই দুঃখজনক বাংলাদেশের যে অপরাধ করুক না কেন সেই অপরাধের জন্য সেই ব্যক্তি পার্টির বিবেচনায় আসেনা তাকে আমরা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করি। আপনি দেখেছেন শাহেদকে আমরা পার্টির নেতা বা কর্মী হিসেবে বিবেচনা করিনি। এমনকি যুবলীগের পাপিয়া তাকে আমরা কর্মী হিসেবে বিবেচনায় আনিনি তাকে আমরা অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করেছি। তাদের দুই দম্পতি দুইজনেরই ২৭ বছর কারাদণ্ড হয়েছে একটি ঐতিহাসিক রায়। আরো কিছু কিছু জায়গায় ধর্ষণের কারণে জেলা পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। তবে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। সরকারের বক্তব্য পরিষ্কার সুস্পষ্ট যে, দর্শক যেইহোক সেই ধর্ষক আজকের অথবা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ধর্ষক হোক তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবেই।

কলিম উদ্দিন আহমেদ, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাবেক সংসদ সদস্যঃ ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ বিগত দর্শক-শ্রোতারা। আজকে সারা দেশে রাজনৈতিক অঙ্গন ছাত্র-ছাত্রী সবাই সিলেটের এমসি কলেজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপথে নেমে এসেছে। আমরা যেভাবে বলি না কেন এমসি কলেজের গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা ঘটেছে। আহমেদ হোসেন ভাই যেটা বলছেন, যে আজকের ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আরও কিছু কথা তিনি বলেছেন, এই কথাগুলো বাংলাদেশের মাটিতে বর্তমানে জনগণের যে ধারণা যে বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের যে অধ্যাদেশ জারি হয়েছে আগের সাতটি ধারায় যে অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল এখন আরেকটি ধারা এসেছে আটটি ধারায় মৃত্যুদণ্ড এখন আমাদের দেশের আইন প্রবর্তিত হয়েছে। আসলে সমস্যায এই জায়গায় না। বর্তমান যারা জনগনের রায়ে ছাড়া অবৈধভাবে ক্ষমতায় আছেন তাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে তাদের দলের নেতাকর্মীরা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা আছেন এরাই সারাদেশে ধর্ষণ, ডাকাতি, খুন এবং লুটপাট করছে। বাংলাদেশের সব দুর্নীতি ব্যাপকহারে প্রসারের জন্য দায়ী। এটা সবাই জানে তিনি শাহেদ সাহেবের কথা বলেছেন, পাপিয়ার কথা বলেছেন মেয়েরা কাদের সাথে ছিলেন কোন জায়গায় ছিলেন সেটা সবাই জানে

**জিল্লুর রাহমানঃ** হ্যা উনিতো সেটিই বলছেন যে উনারা কাউকে ছাড় দিচ্ছেন আমাদের দলের কাউকে ছাড় দিচ্ছেন না কিন্তু বিএনপি বা আপনারা যখন কোন কিছু অভিযোগ করছেন তখন আপনারা দল-মত বিবেচনা করে করছেন কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং কাউকে ছেড়ে দিচ্ছেন।

**কলিম উদ্দিন আহমেদঃ** যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজগুলো করছেন যেই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জিনিসগুলো হচ্ছে তারা দায়ী নিবেন না কেন? এর চেয়ে এক হাজার ভাগের এক ভাগ ভাগো যদি ঘটনা ঘটতো তবে সরকার পদত্যাগ করত। সুতরাং, আমরা ধরছি আবার ধরার পরও আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমাই ছেড়েও দিচ্ছি বিভিন্ন আসামীদেরকে। সবকিছুই সত্য কিন্তু এগুলো তো আপনারা করছেন। আপনাদের লোকজন করছেন। আপনাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় লোকজন করছেন। তবে আপনাদের সাজা কবে হবে? আপনারা এই দায় দায়িত্ব কেন নিবেন না? এর দায়িত্ব তো পৃষ্ঠপোষকদের থাকবে না এমন তো কোন কথা নয়। এমসি কলেজের আজকে তো প্রথম ঘটনা ঘটে নাই। যেভাবেই হোক ক্ষমতায় আপনারা আছেন বলে বলেই সকল কথাগুলো সকলের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চান যে আমরা ধরছি। যারা করাচ্ছে এমসি কলেজে ছাত্রলীগের নেতারা, শাহেদ তারা কারা? তারা তো আপনাদের আশীর্বাদ পুষ্ট। এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করতে পারেন? কিন্তু জনগণ তা বিশ্বাস করছে না ঢাকার রাজপথের বিরোধী

স্লোগান দিচ্ছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী জনগণ মহিলা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ আজকে রাস্তায় নেমে এসেছে।

**জিল্লুর রাহমানঃ** অভিযোগ যে বিএনপি আর স্লোগান দিচ্ছে না কেনো?

**কলিম উদ্দিন আহমেদঃ** এটা এক ধরনের সত্য কথা নয়। আমরা গত পরশুদিন সারা বাংলাদেশের জেলা শহর গুলোতে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেছি। যেদিন ঘটনা এমসি কলেজের ঘটেছে সেই দিন বিকেলে আমাদের ছাত্রদল সিলেট শহরে মিছিল করেছে। সেই মিছিলে পুলিশ হামলা করে আমাদের অনেক অনেক ছাত্র দলের নেতৃবৃন্দের আহত করেছে। সেই দিন রাত্রেই ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে। সিলেটে এবং সারা বাংলাদেশে একদিন পরেই এবং সারা বাংলাদেশের জঘন্য কান্ড বিপরীতে সরকারের প্রতিবাদে সারাদেশে মিছিল মিটিং করেছে। আপনি দেখেছেন পরশুদিন বিগত দুইদিন আগে, যেই সারাদেশে জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। সারাদেশে অন্ততপক্ষে ১৮ টি জেলায় পুলিশ নির্মমভাবে নেতাকর্মীদের পিটিয়েছে এবং এর বিপক্ষে এই সারা দেশে বর্তমানে ধর্ষণের যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

**আহমদ হোসেনঃ** দুর্নীতির দায়ে তাদের নেত্রী যখন সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন তখন তারা যে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী বলছেন সে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী তাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক অর্ডারের তাকে ছয় মাসের কারা অব্যাহতি দিয়েছেন। এখন আবার আজকে ছয় মাসে জামিন মঞ্জুর করেছেন। এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হচ্ছেন লেটার অফ হিউম্যানিটি। তিনি কিন্তু বর্বরতার নেত্রী নয়। আমরা এই কথাটি আবার বলছি, সুস্পষ্টভাবে কোন অপরাধীকে ডিফেন্ড করিনা আমরা। আপনি কি ভুলে গেছেন পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করেছিলো আপনার আপনার পার্টির নেতাকর্মীরা। মাহিমাকে ধর্ষণ করেছিলো ছাত্রদল যুবদলের নেতাকর্মীরা। এবং হিন্দু পরিবারের কিশোরীকে পালাক্রমে যুবদলের কর্মীরা ধর্ষণ করেছে পালাক্রমে। দিনাজপুরের ইয়াসমিন তাকে ধর্ষণ করা হয় এবং এমনকি তার বিচারক হয়নি। এই বিচারগুলো বিএনপি সরকারের আমলে হয়নি।তার কিছু কিছু বিচার হয়েছে আমাদের সরকারের আমলে। তার বিচারের দায়িত্বটা হচ্ছে আমাদের এবং বিচার না করার কাজটি হচ্ছে আপনাদের। এবং রাজনৈতিক খুনি যারা তাদেরকে আপনারা আইনে প্রোটাকশন দিয়েছে। খুনিদের বিদেশে চাকরি দিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না বলে একটি আইন পাস করেছেন। অর্থাৎ আইনের শাসন আমরা বাস্তবায়ন করেছিলাম। এটা কি আপনারা ভুলে গেছেন আপনাদের মনে রাখা উচিত। আপনাদের ইতিহাস কতটুক কলঙ্কজনক যে আপনারা বলছেন ছাত্ররা মিছিল করছে। এটাকি গণতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে পড়ে না?দেশে ডেমোক্রেসি আছে, গণতন্ত্র গাছে আছে বলেই সকলে আজকে রাস্তায় মিছিল করতে পারছে, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করটে পারছে। এগুলো গণতন্ত্র আছে বলেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আপনারা যখন ক্ষমতায় এসেছেন তখন তো আপনারা গণতন্ত্রের দখল করে ফেলেছে। আমরা রাষ্ট্র দখল না করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। আর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি বলেই আপনাদের সবচেয়ে কষ্ট লাগে। কেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়? কেন জামাতে ইসলাম ক্ষমতায় না। আপনাদের কষ্ট লাগে কেন নিজামীর ফাঁসি হল বিচার হলো। কেন কেন সাকা চৌধুরীর ফাঁসি হবে? কেন রাজাকারের বিচার হলো? কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলো? এটাই হচ্ছে বিএনপি'র কষ্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে? গণতন্ত্রের ধারক-বাহক যে আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে যে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করে সে আওয়ামী লীগ, কেন ক্ষমতায় থাকবে এইটাই হচ্ছে আপনাদের মনের কষ্ট। আপনারা সবসময় মুক্তিযুদ্ধে

বিপরীতমুখী ধারার সাথে সম্পৃক্ত। আপনারা কিভাবে একাত্তরে যারা আমার দেশের মা বোনকে ধর্ষণ করেছে তাদের পক্ষে। তাদেরকে যারা সাহায্য করে আলবদর জামাত-শিবির তারা হচ্ছে বিএনপি। আজকে বিএনপি সেই জোটের নিত্য শক্তি। আপনাদের বন্ধু একাত্তরের সেই ধর্ষকদের সংগঠন। আপনাদের বন্ধু হয়ে তাদের মুখে কখনো ধর্ষকদের বিরুদ্ধে কথা বলা মানায় না। কারণ আপনারা যদি আজকে সেই জামাতকে বাদ দিতে পারতেন যারা জাএকাত্তরে দুই লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন সাথে যুক্ত। তাদের সাথে আপনাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ যদি বাদ দিতেন তাহলে আমরা বুঝতাম যে আপনারা সঠিক কথা বলছেন। আপনারা যা বলছেন সেটা বিশ্বাস থেকে বলছেন। বিএনপি বিশ্বাস করে কিন্তু কাজ করো উল্টাতে। তাদের কোনো সমন্বয় নেই। আপনাদের নেত্রী ছয় মাসেই মুক্তি পেল সেটা কি আপনার আন্দোলন করে করেছোড়। আপনাদেরকে সাংগঠনিক শক্তি ছিল কিন্তু আপনারা কি জেলায় জেলায় বিক্ষোভ করেছেন? ছাত্রদলের কোন খবরই নেই। আজ ছাত্রলীগ কর্মীরা মির্জা ফখরুলের বাসায় গিয়ে ডিম , ইট-পাটকেল মারে। আপনাদের সময় বাংলাদেশ ছিল উগ্রবাদের বাংলাদেশ। আপনাদের সংবাদ বাংলাদেশ ছিল সন্ত্রাসবাদের বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ আজ আগের বাংলাদেশ নয়। আজকের বাংলাদেশ ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ বাঙালির বিশ্বাসের বাংলাদেশ।

**জিল্লুর রাহমানঃ** আপনি যে রাজনীতি এবং উপনির্বাচনে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলেন সেটি নিয়ে বলুন?

কলিম উদ্দিন আহমেদঃ এটি একটি ভোটবিহীন সরকার সবাই জানি যে, আগের রাতে সারা বাংলাদেশের জনগণের ভোট লুট করে নিয়ে নির্বাচনের ঘোষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ওইটা আমার বলার প্রয়োজন নেই। এটি সারা বাংলাদেশের মানুষ জানে সারা পৃথিবীর মানুষ জানে। আপনাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে, আমরা এখন সকালে ব্যালট বাক্স পাঠাবো যাতে যাতে ভোট না দিতে পারে। আপনারা লাজলজ্জা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকেন সেটি সকলের জন্য লজ্জাজনক। আপনাদের যদি এত ভালো কাজ করে থাকেন তাহলে একটি নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী নির্বাচন দেন না। কোন সেক্টর কে আপনার সঠিক রেখেছেন এবং অবশ্যই সিলেটের ঘটনা ছাত্রলীগ জড়িত এবং এবং প্রমাণিত। বলার জন্য তো বলতেই পারেন কিন্তু আহমেদ হোসেন সাহেব একজন রাজনৈতিক নেতা আপনার কথাগুলো মানুষ কিভাবে নিচ্ছে সেটা একটু বিবেচনা বা মূল্যায়ন করা উচিৎ। আমরা একটা উদাহরণ দেই। আব্দুর রহিম সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বক্তব্য রেখেছেন, সেটি নেট এবং ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছেন। তিনি বলছেন যে, এমপিকে অনেক উন্নয়নের কথা বলি কিন্তু এমপি সাহেবের গুলোর ধার ধারেন না। কারণ তিনি আগের রাতের ভোটে নির্বাচিত হোয়া এমপি। আপনাদের দলের এই নেতা ডঃ আব্দুর রহিম এ কথা বলেছেন। শত শত মানুষের ভিডিওটা দেখছেন এবং বলছেন যে আগের রাতে ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কারণেই আমাদের এমপি সাহেব আমাদের কোন কথা শুনেন না এবং আমাদের কোন কাজ করে না। তিনি এটাও বলেছেন যে, হাসিনা যতদিন থাকবে ততদিন সে এমপি থাকবে এটা আমার কোন বানার বক্তব্য নয়। সেটি সারা দেশে হাজার হাজার মানুষ দেখছেন। এই কথাগুলো আপনার কতদিন এড়াবেন। কতদিন যে লাগবে দুর্গন্ধ মূলক অবস্থা পরিস্থিতি কতটুক খারাপ পর্যায়ে গিয়েছে। জাতিগত আশা ভরসা কী আছে আপানদের ওপর? আপনাদের দল কোন পর্যায়ে গেলে দশ হাজার টাকার জন্য সিলেট ফাঁড়িতে একটা ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র তার বাসায় ফোন দেওয়ার পরে চার হাজার টাকা দিতে পেরেছিল বলে। বর্তমান সিলেট মহানগর পুলিশের যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে, তারাও এই জিনিসটি স্বীকার করেছে।

**জিল্লুর রাহমানঃ** মিস্টার আহমেদ হোসেন কিছু পাল্টা অভিযোগ করেছেন মাঝেমধ্যে নির্মাতাদের কথা বলেছেন আপনাদের সময় আপনাদের নেতাকর্মীদের যে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল সেসব কথা গুলো উল্লেখ করেছেন এ সম্পর্কে বলুন।

**কলিম উদ্দিন আহমেদঃ** যদি অভিযোগ সঠিক হয় তবে বিচার হওয়া উচিত। তবে বর্তমান পর্যায়ে যারা দেশের মানুষ তাদের কাছ থেকে কি চাচ্ছে সেটি সবাই জানে। বর্তমান সরকার থেকে তারা এই পরিস্থিতির অবসান চাচ্ছেন। কেন মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য একটি তরতাজা জীবনকে খুন করা হচ্ছে? কেন আপনাদের দলের নেতাকর্মীরা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে? কেন দুর্নীতির মহোৎসব হচ্ছে। এই করোনাকালীন সময়ে সরকার মানুষের পাশে দাঁড়ায় কিন্তু আপনারা করোনাকালীন সময় শুরু থেকেই মাস্ক সুরক্ষা সামগ্রী হাসপাতাল পরীক্ষা সব নিয়ে দুর্নীতির মহোৎসব মেতে উঠেছেন। শাহেদের এই অপকর্মের উদ্বোধনের সময় মন্ত্রীরা নিজেরা কীভাবে থাকেন, সচিব থাকেন। আপনাদের ঘোড়ার গল্প টা কোথায় সেটা তো প্রথমে বুঝতে হবে ইলেকশনের আগের রাতে যারা টাকার বস্তা চালায় তারা কি আপনাকে মানবে? কিন্তু এই সকল পরিস্থিতির অবসান দরকার।

**আহমদ হোসেনঃ** আপনাদের পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান নাম মারজীয়া মোর্শেদ বলেছেন, আমাদের নেত্রী আপোষ করেছেন। একথা বলেছেন, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমাদের পার্টির মিটিং এর কোন মন্ত্র ভাঙ্গেনি কিন্তু বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন অনেক পার্টির মিটিং এর মন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। এ কথা বলেছেন রাজনীতির জানতে হলে লেখাপড়া জানতে হয়। তিনি কথা বলেছেন শেখ হাসিনা লেখাপড়া জানেন। শেখ হাসিনা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিল। বিএনপি ক্ষমতার দুর্বার থাকলেও জিয়াউর রহমানের হত্যার বিচার তিনি করেননি। কিন্তু হাসিনাকে ক্ষমতায় আসার পরই তার পিতার হত্যার বিচার করেছেন। এগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। এগুলো রেকর্ড আছে। আপনার নেত্রী যখন মুক্ত হয়ে বাসায় গেলেন সেদিন আপনার পার্টির মহাসচিব পিছনে পিছনে গেল কিন্তুআপনার পার্টির নেত্রীর সাথে মহাসচিব দেখা করতে পারেনি। আপনার নেত্রীকে মুক্ত করার জন্য বেগম জিয়ার ভাই এবং বোন গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন। "আমার বোনকে আপনি মুক্তি দেন।" প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনটা অনেক বিশাল বঙ্গবন্ধুর মতো। তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন আইনানুগভাবে জামিন দিতে পারেনি। প্রাসঙ্গিকতা জামিন দিয়েছে। আবার আপনারা একটি কথা বলছেন মধ্যবর্তী নির্বাচন আরে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়নি? গত তিনদিন আগে চাঁদপুরের মেয়র নির্বাচন হয়েছে সেখানেও কিন্তু আপনাদের প্রার্থী পরাজিত হয়েছি। ইভিএমে নির্বাচন হয়েছে। সেখানে আপনি বলতে পারবেন না যে ইভিএমে কারচুপি হয়। এখন ইলেকশন ঢাকাতেও হচ্ছে এবং মধ্যবর্তী নির্বাচন না হলেও নির্বাচনের মাধ্যমে টেস্ট হচ্ছে এবং সবার তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছে। আপনাদের রাজনৈতিক বক্তব্য কোন সিস্টেম নাই। সকালে এক কথা, দুপুরে এক কথা, বিকালে এক কথা। নির্বাচনের দিন সকালে প্রথম পার্লামেন্টে ইলেকশনে গেলেন মির্জা ফখরুল সাহেব। বগুড়া থেকে বলেছেন নির্বাচন ভালো হচ্ছে এবং আপনাদের নেতা ডঃ কামাল হোসেন তিনি ও বলেছেন নির্বাচন ভালো হয়েছে। কিন্তু যখন বিকেলের দিকে হেরে যাচ্ছেন তখন আবার উল্টো কথা বলে শুরু করছে। আপনাদের প্রার্থীরা স্থায়ী কমিটির বৈঠক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনার পার্লামেন্টে যাবেন না। কিন্তু পরে দেখা গেল আপনাদের পার্লামেন্টে যার ইলেক্টেড হয়েছে তারা আপনাদের সাথে একমত নয় তারা শপথ নিতে যাচ্ছেন।তখন আপনার তড়িঘড়ি করে আবার আপনাদের সিদ্ধান্ত পাল্টালেন যে আমরা আবার সংসদে যাব। তাহলে আপনারা যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা কি আগের দিন রাতে নির্বাচিত হয়েছিল? আপনি হেরে গেলে সব দোষ আওয়ামী লীগের আর জিতলে সমস্ত ক্রেডিট আপনাদের। সবকিছুকে বিশ্লেষণ করে আপনারা

আসুন আসল কারণে। রাজনীতিক একটা কঠিন বিষয়। আপনারা বলেছিলেন, আওয়ামীলীগ মাত্র ৩০ টি আসন পাবে। আল্লাহর কি কুদরত এখন আপনাদের মাত্র ৬ থেকে ৭ টা আসন। আপনার বলতে পারবেন না যে পার্লামেন্ট অবৈধ। যদি অবৈধ হতো তাহলে আপনারা সেখানে থাকতেন না। আপনারা সেখানে বের হয়ে যাইতেন। কিন্তু আপনারা পার্লামেন্টে আছেন আপনাদের শপথের মাধ্যমে অধিবেশনের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টের বৈধ। এটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্রপ্রধান সরকার নেই যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান নি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র সাহসী নেতা নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। আপনারা আসলে আবার বাংলাদেশে মুক্তবাজার বাংলাদেশ হবে। আবার নিজামী বাংলাদেশ হবে। এটা বাংলাদেশের মানুষ জানে । বাংলাদেশকে আমরা কখনো যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশ আর ফিরে যেতে দেবোনা। এটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক কমিটমেন্ট এবং জনগণের সেটা বিশ্বাস করে। আপনার নেতা বেগম জিয়া এবং সেকেন্ড লিডার তারেক রহমান দুজনই কনভিক্টেড। দুজনের একজন ফেরারি আসামি একজন অর্ডারের মুক্ত হয়েছে কিন্তু আমরা আবারও বলছি বেগম জিয়া যে শাস্তি পেয়েছে সেটি কিন্তু মওকুফ হয় নাই সে শাস্তি এখনো আছে হয়তো বয়স কয় মাসে প্রশাসনিক অর্ডারের মুক্ত হয়েছে। অতএব, আপনাদের এখন ভঙ্গুর রাজনীতি। যা শুধু কথার মাঝেই আছে এখন কিন্তু প্রাকটিকালি কেউ নেই। কথা হচ্ছে ডাক্তার যদি ভুল করে তাহলে রোগী মারা যায় তাই নেত্রী যদি ভুল করে তাহলে পার্টিটা শেষ হয়ে যায়। আপনার নেতা বেগম জিয়া ভুল করেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন তাকে ফোনের আমন্ত্রণ জানালেন, গণভবনে আসুন রক্ষা করুন, কিভাবে নির্বাচন রাখা যায় কিন্তু বেগম জিয়া কিন্তু আসেননি। তিনি চলে গেলেন সন্ত্রাসের পথে। তিনি চলে গেলেন পেট্রোল বোমার পক্ষে, বাসে আগুন দেয়ার পক্ষে পেট্রোল বোমা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য পরিকল্পনা করে। কিন্তু সন্ত্রাসের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাথা নত করেনি আপনারা এখন গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসুন।

**কলিম উদ্দিন আহমেদঃ** জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা জনগণের পক্ষে লড়াই করেই যাবে। সংসদে আমাদের সকল কথা বলার অধিকার পেতে চায়। আমরা ৩০২ জন নেতাকে গুমের মাধ্যমে হারিয়েছে। আমাদের প্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে হারিয়েছি। আমাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীরা মামলায় জড়িত। বাড়িতে থাকতে পারে না। আমাদের পথ থেকে সরে আসুন আমরা জনগণের কাছে বাংলাদেশের কাছে কমিটমেন্ট দিয়েছি। জনগণের পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে লড়াই করে যাব। আমি যখন শুনেছি,আহমেদ হোসেন ভাই আপনি কথা বলবেন তখন আমি অনেকটা উৎসাহিত ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে বেশ ভালো কিছু কথা পাবো কারণ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তো আপনাদের উপরে নির্ভরশীল। ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই নেত্রীর ওপর মামলা করা হয়। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনা মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হয় এবং বেগম খালেদা জিয়াকে মামলার রায় দিয়ে অনেক আপনারা কারাগারে রেখেছেন। বেগম খালেদা জিয়াকে আপনার মিথ্যা মামলা দিয়েছেন। সেটা নিয়ে আবার বলছেন দয়া করে ছেড়েছে। আমি শুধু একটা লাইনের ব্যাখ্যা করব এতে আপনারা পৈশাচিক উল্লাস পাচ্ছেন। আশাবাদী বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে আমরা যার যার অবস্থানে কাজ করে যাবো।

**আহমদ হোসেনঃ** বিএনপি আমলে বাংলাদেশ ছিল কলঙ্কিত। বিএনপি আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো। বিএনপির রাজনীতি এখন মিথ্যাচারে ফাউন্ডেশন। জনগণকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি। আজকের শেষ পর্যায়ে বলতে চায় বাংলাদেশ এখন উন্নতির পথে। বাংলাদেশ

করোনাভাইরাস এর সময় পৃথিবীর সব দেশের অর্থনীতি আজকে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে এর মধ্য বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনেকটা ভালো আছে।

**জিল্লুর রাহমানঃ** ধন্যবাদ মিস্টার কলিম উদ্দিন আহমেদ এবং আহমদ হোসেন। আমাদের আলোচনার যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক কথা বলছিলেন দুটি প্রধান দলের রাজনৈতিক দলের নেতা। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এটি থাকবেই। তাদের কথার মধ্যেই হয়তো কিছুটা সত্যতা আছে কিছুটা রাজনৈতিক বিবেচনায় থেকে কথা আছে। কিন্তু আমরা চাই জনগণের আকাঙ্ক্ষা, স্বচ্ছত্ জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন গণতন্ত্র মানুষের অধিকার মানুষের অন্তর্ভুক্তি এগুলো নিশ্চিত করা হোক এবং প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী গণতন্ত্রের সুরক্ষিত হোক। বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে মর্যাদাসম্পন্ন জাতিতে মাথা উঁচু করে বাঁচুক এটি আমাদের সকলের চাওয়া এবং এরজন্য আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তাদেরকে অভ্যন্তরীণভাবে গণতান্ত্রিক হতে হবে। গণতন্ত্রের প্রতি সহনশীল হতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃদের সেই পথে হাঁটবে হবে।  এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।